দ্বিতীয় ছায়া

M

পরিচ্ছেদ ১

কর্ম ও কর্মফল অস্তিত্বযোগ্য নহে?
সবের মূলে লোভ।।
লঙ্ঘন করিয়া করো বিশ্বাস ?
প্রকাশ্যে করো সংহার তাহার নিশ্বাস ?

কিয়ৎক্ষণ পর অন্ধকার দেয়াল সরে যাওয়াতে কিছুটা নিজেকে সামলে, পারিপার্শ্বিক অবস্থার ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করে। ঘটে যাওয়া ঘটনার আকস্মিকতার ঘোর থেকে এখনো সে পুরোপুরি বেরিয়ে আসতে পারেনি। ঘটনার এক একটা ছেঁড়া অংশ জড়ানোর চেষ্টা করে।

দুর্গাদাস আর একটা সিগারেট ধরায়।এই নিয়ে পরপর ছয়টা। ঘন্টা দেড়েক তো হবেই। সাঁকো যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে অবস্থিত একটা মাচা। তাতেই বসে আছি আমরা। দুজনেই নীরব। ষষ্ঠ সিগারেট শেষ হতেই, আর একটা ধরায় সে। সিগারেটে টান দিয়ে, মাচার চারিপাশে পায়চারি করতে থাকে। সাঁকোর জলের দিকে দুই একটা ছোট্ট নুড়ি পাথর ছুঁড়ে ফেলে দেওয়াতে,তাতে জল থেকে একটা অতিশয় সুন্দর একটা আওয়াজ ভেসে আসছে। আকাশ আজ ফুটফুটে

পরিষ্কার,মেঘের কোনো বালাই নেই। ওই দূরে জঙ্গল ঘেঁষে আকাশে কিছু মেঘের আসর দেখা যাচ্ছে । গোধূলির এই সময়ালগ্নে পুনরায় পাখিরা বাসায় ফিরে আসছে । গ্রাম থেকে যারা জঙ্গলে কাঠ,ঝুড়ি ইত্যাদি নিতে এসেছিল তারাও এই পথ দিয়ে অনেক পূর্বেই বাড়ি ফিরে গেছে। আমরাও এবার উঠলাম। এইবার তিরুপাতার জঙ্গলের শেষ প্রান্তে পাহাড়ের কোল ঘেঁষে শীঘ্রই অন্ধকার নেমে আসবে। সাইকেলের স্ট্যান্ড সরিয়ে যেই দুর্গাদাস প্যাডেলে পা দিয়েছে-

-পরিকল্পনাটা ঠিকঠাক মতো কাজ করবে তো?

-প্রত্যুত্তরে শব্দক্ষয় না করে মাচার উপর চিৎ হয়ে শুয়ে নীলাভ আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকি।

কিয়ৎক্ষণ পর দুর্গাদাস চলে যায়। সে চিত্রপুর গ্রামে যাবে,ব্যবসায়ী দীনেশবাবুর কাছে। তাঁর থেকে কিছু টাকা ধার নিতে হবে। বাজারে ওষুধপত্রের যা দাম বৃদ্ধি পেয়েছে । কাজ থেকে পাওয়া মাসিক আয়ের বেশিরভাগই সেই দিকে ব্যয় করতে হয়। এক মাস হলো ,দুর্গাদাস যে অফিসে কেরানির কাজ করতো, সেই অফিস এখন আর নেই বন্ধ হয়ে গেছে। তাই কিছু মাস ধরে ,খুবই কষ্টে চলছে। তার ওপর মায়ের খুব ব্যারাম। ডাক্তার বাবু বলেছেন যে এই ব্যারাম সহজেই ঠিক হবার নয় । প্রতিমাসে নিয়মিত দুইবার তো আসেনই ,পরীক্ষা করতে। এই মাসে বলেছেন , কিছুটা সুলক্ষণ দেখা গেছে। আশ্বাস দিয়েছেন ,এই ব্যারাম

সারতে আর কিছু সময় লাগবে। দুর্গাদাস চলে গেলেও, আমি তখনও বসে থাকি। বাড়ি ফিরে যাওয়ার ইচ্ছে নেই। আমারও বোধ হচ্ছিল পরিকল্পনাটা ঠিক যুৎসই হয়নি । বংশী ভাবতে থাকে। সাঁকোর নিচে বয়ে যাওয়া জলের আর পাখিদের কলরব, শীতল আবহাওয়া যেন তার মস্তিষ্ককে ভারী করে ফেলছে।

হাতটা একবার পাশ ফেরাতেই একটা ছোট্ট বাক্স হাতে ঠেকে।

সিগারেটের বাক্সটা তো ভুলেই গেছে সে এখানে। মাচাতে, আকাশের দিকে তাকিয়ে শুয়ে শুয়ে। কানে ভেসে আসে কার যেন আওয়াজ,তাকে কে যেন ডাকছে। হ্যাঁ,শরৎ, একহাতে সাইকেল চালিয়ে,আর এক হাতে কী ইঙ্গিত দিচ্ছে যেন? বোঝা যাচ্ছে না। হঠাৎই তার সাইকেল ভারসাম্যতা বজায় না রাখতে পেরে,তাকে সমেত,পড়ে যায় সাঁকোর নিচে। সাঁকোর দুইপাশে তাদের ঠেকানোর জন্য বিশিষ্ট কিছুই নেই।

শরতের মনে হচ্ছে বাম পা টা যেন তার ভেঙে গেছে । ভীষন যন্ত্রণায় কাতরাতে থাকে সে। এমতাবস্থায় বংশী কি করবে বুঝে উঠতে পারে না। চক্ষু পলক খোলা থাকা সত্ত্বেও পারিপার্শ্বিক জগতকে অন্ধকারে ঢাকা দেখতে পায় সে। বংশী মাটিতে অসহায়ের মতো বসে পড়ে । সে তাড়াতাড়ি শরতকে কে ধরে তোলার চেষ্টা করে। কষ্টে যন্ত্রণায় কোনোমতে উঠে দাড়ায় কিন্তু আর চলতে পারে না। আবার পড়ে যায় মাটিতে। বংশী কী করবে বুঝে উঠতে পারে না।

আজ তার ভেতরে ভয়ের সঞ্চার ঘটছে । বিপরীত চিন্তা যেন তার সমসাময়িক বুদ্ধিশক্তিকে গ্রাস করে ফেলছে। এই বিপদে কাছে তো দুর্গাদাস আর নেই। এক সে কিভাবে পুরোটা কিভাবে সামলাবে বুঝে উঠতে পারে না । হঠাৎ তার মাথায় এক আশ্চর্য , ভয়ানক বুদ্ধি খেলে যায়। বংশী তাকে আশ্বাস দেয়। তাকে অপেক্ষা করতে বলে সে অন্ধকারে মিলিয়ে যায়। শরৎ পড়ে থাকে । স্থির থাকলে যন্ত্রণা যেন কম বোধ হচ্ছে। যতটা সম্ভব স্থির থাকার চেষ্টা করে সে ।

আজ কিভাবে যে এতটা সব এই কিঞ্চিৎ সময়ের মধ্যে ঘটে গেলো তা সে কিছুতেই ঠাহর করে উঠতে পারে না। পরিকল্পনা মাফিক সবটাই আয়ত্তের মধ্যে এসে গিয়েছিল। শেষ পর্যায়ে কি না সব ঘটে গেলো। এই সবই চিন্তন করতে থাকে সে।

অকস্মাৎ তার মস্তকে এক প্রচণ্ড আঘাত অনুভব করে । কিছু বুঝে ওঠার আগেই সে অন্ধকারে ঢলে পড়ে। সামনে পড়ে থাকা রক্তে মাখামাখি বৃহদাকার প্রস্তরটা বংশী আবার তুলে নেয়। ছুঁড়ে ফেলে শরতের মাথার দিকে। বংশী আবার প্রস্তরটা তুলে নেয়, বার বার আঘাত করতে থাকে তার মাথায়।

বংশী কাছে আর বেশী সময় নেই, গ্রামের লোকেরা নিশ্চয় এই দিকেই ছুটে আসছে মনে হয়। ওই যে মনে হচ্ছে গোলমালের আওয়াজটা তীব্র থেকে আরও তীব্রতর হয়ে

চলেছে। সে শরতের জামার পকেট থেকে বের করে নেয় দুটো সোনার কানের দুল। তারপর ছুটে যায় বনের দিকে। অন্ধকারে পা মাড়িয়ে চলতে থাকে। হাতের টর্চের আলো কখনো সামনে, কখনো ডাইনে বাঁয়ে ফেলতে থাকে। এখানেই তো ছিল। কোথায় গেলো? হাঁটু ভাঁজ করে মাটিতে দুই হাত দিয়ে গাছের পাতা সরাতে থাকে। এই শাল গাছটা? না এটা নয় । তারপর পরেরটা, না এটাও নয়। অকস্মাৎ নজরে আসে এক নারীমূর্তি যেন তাকিয়ে রয়েছে তারই দিকে। বংশী তারে চিনতে পারে। কাঁদতে কাঁদতে তার পা জড়িয়ে ধরে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণিত করার চেষ্টা করে। চোখ ওপর তুলতেই দেখে নারীমূর্তি আর নেই, যেন বাতাসে ক্ষণিকের মধ্যে উবে গিয়েছে। চিৎকার করতে থাকে সে। শরীরে ঝাঁকুনি পেতেই ,দেখতে পায় এক বয়স্ক লোক,তাকে নিরন্তর ঝাঁকুনি দিয়ে, ডেকে চলেছে। পুরো শরীর তার ঘামে ভেজা। সে বোকার ন্যায় মাচার উপর উঠে বসে। অনেক দেরি করে ফেলেছে সে।

অশ্বত্থ গাছে ঠেকানো সাইকেল নিয়ে তাড়াতাড়ি রওনা দেয়। যে পথটা দিয়ে চিত্রপূর গ্রামের দিকে যাওয়া যায়, সেই পথটা না ধরে তার বিপরীত পথটা ধরে। দ্রুত গতিতে চলতে থাকে সাইকেল।

আজ শুক্ল পক্ষের একাদশী। পথের সামনের সারি সারি বৃক্ষের ডাল চিরে উঁকি দিচ্ছে চাঁদ। সেটা যেন তার

সাথেই ,তার সাইকেলের সাথে গতি মিলিয়ে চলেছে। ঝিঁঝিঁ পোকা আর ব্যাং এর ডাক এখন খুবই কর্কশ বোধ হচ্ছে। একপ্রকার বিকটাকার শব্দ।।

সাইকেল চলেছে নবীনগঞ্জের দিকে। সাধারণত গ্রামের এই দিকে রাস্তাতে বেশী লোকজন যাতায়াত করে না। পাশেই সংলগ্ন থেকেই শালবন শুরু। শালবনের ধার ঘেঁষে ধানক্ষেত। ক্ষণে ক্ষণে হিমেল হাওয়া বয়ে যায়। সাইকেলের গতি ধীর হয়ে আসে। প্যাডেলে ক্রমশ অধিক বল প্রয়োগ করে। হঠাৎই সাইকেলের চাকায় পিষ্ঠ হয়ে যায় নরম কিছু। সেটা কি অন্ধকারে সে বুঝে উঠতে পারে না সে।

অবিরাম ভাবে চল্লিশ মিনিট পর কাছাকাছি সে পৌঁছে যায় নবীণগঞ্জে। আরও পনেরো মিনিট পর সে হরিহর বাবুর বাড়ির সামনে এসে পড়ে। কিছুটা দূরে একটা ঝোপে ফেলে রাখে সাইকেলটা। ধীর পায়ে এগিয়ে যায় বাড়ির পিছনের বাগানের দিকে। তারপর অপেক্ষা করতে থাকে সে।

এখন সময় রাত্রি বারোটা বা একটা হবে। বস্তাটা কাঁধ থেকে মাটিতে নামিয়ে হাত দিয়ে টানার চেষ্টা করে । ব্যর্থ হয়,বংশী আর টানতে পারে না, বস্তাতা যেন মাটিতে কিছুর সংস্পর্শে আটকে গেছে। কাঁধের ব্যাথা একটু বেশিই বোধ হচ্ছে। সহসা পাশের ঝোপের সরসর শব্দে সজাগ হয় সে। চারিদিকে তাকায় একবার । এই নিস্তব্ধ রাত্তিরে দূরের ক্ষেত করে আসা শেয়ালের ডাক ছাড়া আর কিছুই সন্দেহজনক দেখতে বা শুনতে পায়না সে।

বংশী এবার বস্তা টাতে অধিক বল প্রয়োগ করে। অবশেষে সক্ষম হয় সে। মাটির সংস্পর্শে থাকা তীক্ষ্ণাকৃতির পাথরটা বস্তার তলদেশের একটা অংশ চিরে দেয় । সেই অংশে দৃশ্যমান চারটে আঙুল , বস্তার ভেতরের দমবন্ধ অন্ধকারময় ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েছে ।

বংশী আবার বস্তাটা কাঁধে তুলে নেয়। সেই কতক্ষন থেকে কাঁধে বয়ে নিয়ে আসছে । আরও দুই মিনিট হাঁটার পর সে পৌঁছায় সবে দুইমাস আগে ধনঞ্জয়ের থেকে কেনা জমিতে । উত্তরের দিকের ক্ষেতের কোনা ধরে খুঁড়তে থাকে সে। অবশ্য তাকে বেশি বোয়াতে হয় না। তারপর বস্তা সমেত সেটাকে ফেলে দিয়ে পুনরায় ঢেকে দেয় মাটিতে।

বংশী ফিরে আসে। ঝোপে রাখা সাইকেল নিয়ে বাড়ি যাওয়ার জন্য উদ্যত হয় সে। তখনই তাকে দেখতে পায় হিরা। ক্রমশ জোর গলায় তীক্ষ্ণ ভাবে আওয়াজ করতে থাকে। বংশী জোরে সাইকেল চালায়।

বেণুদেবী সকালবেলা থালা হাতে দরজার ছিটকিনি খুলে বাইরে বেরিয়ে আসে। শিস দিয়ে ডাকে ওদের। তৎক্ষণাৎ হাজির ওরা। বেণুদেবীর প্রতিদিনের কাজ হয়ে পড়েছে এটা। কাজ না বরং ভালোবাসা। খাবারের থালা কাগজটার ওপর ঢেলে দিতেই লক্ষ্য করেন কাগজের শিরোনামটার প্রতি। এক্কেবারে খবরের কাগজে শিরোনামে মোটা হরফে লেখা "আবার খুন! আবার খুন! কুয়োর অন্তরালে।"